সংবাদ

তারিখ ... 27 JUN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ৭ ...

শিক্ষার নামে সার্টিফিকেট বিক্রির দোকান খুলতে দেয়া হবে না : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, এ সরকারের আমলে কাউকে শিক্ষার নামে সার্টিফিকেট বিক্রির দোকান খুলতে দেয়া হবে না। কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া ভর্তি বিজ্ঞাপন দিতে পারবে না।

তিনি আরও বলেছেন, সরকার কারিগরি শিক্ষার সিলেবাসে মৌলিক ও আমূল পরিবর্তন আনতে চাই। প্রচলিত সিলেবাস দিয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটবে না। সরকার এই শিক্ষার প্রসারে আধুনিক ও যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন করতে চায়। বিনিয়োগকারী, শিল্প-কারখানার মালিক ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সিলেবাস পরিবর্তন করা হবে।

> কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া ভর্তি বিজ্ঞাপন দিতে পারবে না

'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহের' সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন। গতকাল শনিবার বিকেলে রাজধানীর কাকরাইলের আইডিইবি মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠান হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সিরাজুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সচিব (কারিগরি ও মাদ্রাসা) কে এম মোস্তাফিজুল হক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাসেম, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপ কাজী ফারুক আহমেদ প্রমুখ।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেছেন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিক্রির : পৃষ্ঠা : ৯ ক : ২

বিক্রির : সার্টিফিকেট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা সপ্তাহ শেষ হলেও আজ থেকে এই শিক্ষার মহাযাত্রা শুরু হলো। সপ্তাহব্যাপী এই প্রচারণা কারিগরি শিক্ষার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। কর্মমুখী শিক্ষার জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। কারিগার শিক্ষার যেসব সমস্যা ছিল, সেসব সমাধানে অনেক সাফল্য অর্জন করেছি এবং নতুন চিন্তার পথ প্রসারিত করেছি।

তিনি বলেন, কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে দেশের অর্থনীতি, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। এ শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। এই শিক্ষা দেশ-জাতি ও সমাজের চেহারা পাল্টে দিতে পারে। যুব সমাজের শক্তি, আগ্রহ, মেধা ও প্রতিভার সর্বোচ্চ প্রকাশ করে তাদের আত্মবিশ্বাস, আত্মকর্মসংস্থান ও সমাজ পরিবর্তনের মূল শক্তি নিহিত আছে কারিগরি শিক্ষার মধ্যে।

উল্লেখ্য, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, গুরুত্ব উপলব্ধি এবং উন্নয়নে করণীয় সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণের লক্ষ্যে দেশে প্রথমবারের মতো ২৬ জুন থেকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা হয়। কারিগরি সপ্তাহ উপলক্ষে সেমিনার, কর্মশালা, আলোচনা সভা, গোলটেবিল বৈঠক, র‍্যালি, প্রদর্শনীসহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এসব কর্মসূচিতে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, শিক্ষাবিদ, সুশীল ব্যক্তিসহ বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। গতকাল সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী ও সংসদ সদস্য মমতাজ।